গার্গী ভট্টাচার্য
কুন্ডলিনী

আমি যে আগে লিখেছিলাম যে ভারতে নিউক অ্যাটাক হয়েছে কিন্তু বিজেপী চেপে গেছে ও ভোটের ব্যাপারে মেতে রয়েছে সেটা ঐ বিকিরণে আক্রান্ত লোকের অন্যকে বিকিরণ ছড়ানোর জিনিসগুলি। ওরা হজ যাত্রী হয়ে ঢুকেছে ভারতে এক বিজেপী নেতার বিমানে করে। সে এক মুসলিম নেতা। তারপর বলিউড, বিজেপী দপ্তর, বিধানসভা, রাজ্যসভা, আর এস এস দপ্তর সব জায়গাতে গিয়েছে। এমনকি পার্লামেন্টেও। ওরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিভাইস নিয়ে এসেছিলো যাতে বিকিরণ ভর্তি আছে যেমন এক্স-রে মেশিনে হয়। সেরকম কিন্তু অতিরিক্ত

বিকিরণ বার হচ্ছে । ওরা রেডন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে যা কার্সিনোজেনিক । এসবই ঐসব স্থানে করে ।

নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট নিয়ে এসে ভারতের জনবহুল এলাকাতে ডাম্প করে দিয়েছে যা থেকে ক্রমাগত রেডিয়েশান হয়ে চলেছে । এসবই ইন্টেলিজেন্স জানতো ও সরকারকে বলেছিলো কিন্তু বিজেপী সরকার ভ্রুক্ষেপ করেনি ভোটের কারণে ।

একেই আমি নিউক্লিয়ার ওয়ার হয়েছে বলি ও এর থেকে মানুষের এবার দেহে ক্যান্সার দেখা দেবে যা মারাত্মক ।

কুন্ডলিনী শক্তিকে সর্প বলা হয় কারণ এর ভুল ব্যবহারে মানুষের সাতচক্র অবধি বিনষ্ট হয়ে যেতে সক্ষম । সে আবার অণু-পরমাণু থেকে বিবর্তন শুরু করতে পারে ।

রংলি অ্যাক্টিভেট করলে এই শক্তি যা সর্পিল আকারে থাকে মূলাধারে তা আমাদের ছোবল দিতেও পারে । ট্রাম্প ও হিলারিকে যতই আক্রমণ করা হোক্‌না কেন ঈশ্বরই ওনাদের বাঁচিয়ে নেবেন । বিজেপী সরকারের দিকে এই আক্রমণ করা ব্যাকফায়ার করে যাবে । ওরাই রাজীব গান্ধীকে মারে টাকার লোভে ।

পদ্মাবতী একজন কার্সড মহিলা ছিলো তাই ওর সংস্পর্শে যেই যেতো ধ্বংস হয়ে যেতো । এটা ওর রূপ নয় । একজন মুসলিম ফকির ওকে অভিশাপ দেন । কারণ এই রাণী বলে অনেকটা ঐরকম যে দানব নন্দিনী আমি রক্ষকূল বধূ , আমি কি ডরাই সখী , ভিখারী রাঘবে ? সেরকম যে আমি একজন রাজপুতানি নারী ! তখন এসব শুনে ঐ মুসলিম পীর বলেন যে তোর এত অহঙ্কার যখন তখন এরপর থেকে যেই তোর সংস্পর্শে আসবে সেই বিনষ্ট হয়ে যাবে । তাই এই শাপে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় । তারপর ক্ষমা ভিক্ষা করলে এই পীর বলেন যে এই যুগে

উনি এই পরিচালক হয়ে জন্ম নেবেন দ্রাবিড় এলাকাতে । তারপর এক ছবি করবেন পদ্মাবতীকে নিয়ে যেখানে এই ইতিহাস দেখানো হবে এবং তারপর এই কার্স উঠে যাবে। তার আগে অবধি যে বা যারা তাকে নিয়ে কাজ করবে সবাই শেষ হয়ে যাবে । যেমন এখন সঞ্জয় লীলা ভনসালি , দীপিকা পাড়ুকোন, রণবীর সবাই যাবে। পদ্মাবতীর থেকেও রূপবতী রাজপুতানী মেয়ে ছিলেন কিন্তু এটা ঐ রমণীর অভিশপ্ত অরা যা ওকে এত জনপ্রিয় করে তোলে।

ওপ্রা উইনফ্রে এক মহিলা যে সাতানের পূজা করে এই হাইটে ওঠে। এই শয়তানি ওর আসরে সাতানের কবজ কুন্ডল রেখে দেয় আর যেই ওর শোতে যায় সেই ট্র্যাপ্‌ড্‌ হয়ে যায় ও শয়তানের দ্বারা চালিত হতে শুরু করে। কেবল সন্তরা গেলে এরকম হয়না। সন্ত ও যোগীরা গিয়ে এনার্জি ক্লিয়ার করে দিয়ে আসেন।

বলিউডের অভিনেতা অক্ষয় কুমার একজন সি-আই-এ এর এজেন্ট। ওর বৌ টুইঙ্কেল খান্না আমার বুন্দেলখন্দ জন্মের বোন ছিলো যে খুব ফর্সা ছিলো আর মোটামুটি ভালো দেখতে কিন্তু আমি

শ্যামলা ও সুন্দর মুখের মেয়ে। লোকেরা ওকে ও আমার অন্য দিদিকে(ইন্দিরা গান্ধী) দেখতে এসে আমাকে পছন্দ করে যেতো। টুইঙ্কেল এর ঈর্ষা হতো।

রাজার মেয়ে স্বল্প কালোবরণ হওয়া সেইসময় গ্রহণযোগ্য ছিলোনা ভারতে তাই এখনও আমাকে বলে যে আরো কালো হয়ে গিয়েছে এ।

খুব অহংকারী ও বদমেজাজী ছিলো। কাউকে মনিষ্যি জ্ঞান করতো না। বিড়ি খেতো। দেহরক্ষীদের সাথে শুতো।

রাজার ইলিগ্যাল সন্তানদের মুখের ওপরে বেজন্মা বলে দিতো। তাই আমি ওর চোখ উপড়ে নিই। পরে রাজার ঘরে বিয়ে হয় কিন্তু এক বেঁটে , নপুংসকের সাথে।

এখন মাদক নিয়ে পড়ে থাকে। মিডিয়াকে ম্যানিপুলেট করে বলে যে অটো চড়ে। হয়ত কোনোকালে চড়েছিলো। কারণ ওর স্বামী ওকে পয়সা দেয়না কারণ ও ড্রাগস্ নিয়ে সব উড়িয়ে দেয়। ওর লেখা ফানিবোন্স্ একটি ডিলিউশান। অক্ষয়কে ফাঁসায় তুকতাক করে। ওর সন্তান আরাভকে একজন রেডিও অ্যাক্টিভ মানুষ জড়িয়ে ধরেছে ও

শীঘ্রই তার কর্কট রোগাক্রান্ত হবার আশংকা রয়েছে । ৭৭ পার্সেন্ট বলিউড অভিনেতা/নেত্রীদের এই বিকিরণ ওয়ালা লোকেরা জাপটে ধরেছে যাদের জন্য এবার ক্যান্সার হবে তাদের দেহে ও স্টেজ

ফোর । জীবন বাঁচানো যাবেনা । ২৩ টি শহরে এরা গিয়েছে এই বিকিরণে আক্রান্ত লোকেরা । সেইসব এক্স-রে থেকে বিকিরণ বার হওয়া মেশিনপত্র নিয়ে ও নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট সমেৎ জিনিসপত্র ফেলে এসে টেসে । ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ভেরিফাই চেক্ রবীশ কুমারস্ ভিডিও অন শঙ্করাচারিয়াস্ অ্যালিগেশান্স

অ্যাবাউট কেদারনাথ মন্দির ডাকাতি বাই শক্তিশালী লোক । আমি বলেছিলাম না কিছুদিন আগে যে অনেক পুরাতন মন্দির হতে এরকম খাজানা তুলে নিয়েছে বর্তমান সরকার ।

ডিম্পল কাপাড়িয়া ফলেন ললিতা সুন্দরী ।তুকতাক করে রাজেশ খান্নাকে বাগায় । অঞ্জু মহেন্দ্রুকে সরিয়ে । সেক্সি বিচ । বাবার সাথেও সেক্স করতো আর অন্যান্য হাউজ কিপারের সাথে যা রাজেশ ধরে ফেলেন ও বাসা থেকে তাড়িয়ে দেন । রাজেশ যাতে অন্য কাউকে বিবাহ না করতে সক্ষম হন তার জন্য নিয়মিত

তুকতাক করতো । মরণের সময় একজন সাথী ছিলো মিস্টার খান্নার তাকেও তাড়ায় এই ডিম্পল ।

আর এখন বলিউডে হসিনা পার্কার বলে যে দাউদের বোনকে দেখানো হয় ওটা আদতে রিয়ল লাইফে এই ডিম্পলের রূপ । আমার মাতাজী ও বুন্দেলখন্দের পাটরাণী ছিলো ঐ জন্মে যেই সময় টুইঙ্কেল আমার বোন ছিলো । এই রাণীকে সবাই বদসুরৎ রাণী বলতো ।

এমনি তত খারাপ না হলেও ঘামন্ডী ছিলো । এবার সত্যিকারের ললিতা সুন্দরী প্রকট হবেন । এই মহিলা জারোয়াদের

মাঝে ও ক্যানিবাল আদিবাসীদের মাঝে জন্ম নেবে ১০০/২০০ জন্ম কিন্নর /হিজড়া হয়ে। নরবলি দেয় এই নারী। এক পিশাচ সিদ্ধ তান্ত্রিক। একে কেটে ভক্ষণ করবে ওর সহযোগীরা। ওর কন্যা টুঙ্কেল অন্ধ হয়ে জারোয়াদের মাঝে জন্ম নেবে ৫০ জন্ম।এরা প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলে তুকতাক করে। রাজেশ খান্নার ক্যান্সারও ডিম্পল কাপাড়িয়া করে দেয় তন্ত্র করে। বেশিরভাগ বলিউডই ডার্ক ম্যাজিক করে। সবাই নয়। ডিম্পল/টুইঙ্কেল/অক্ষয় আর সানি দেওয়াল এরা সবাই মিলে ফোরসামে

নিযুক্ত হয়। কারণ এদের ডার্ক এনটিটি ধরে ফেলেছে।

অক্ষয় কুমার সি-আই-এ এজেন্ট হয়ে বিজেপীর থেকে টাকা খেয়ে তথ্য লিক্ করছে।

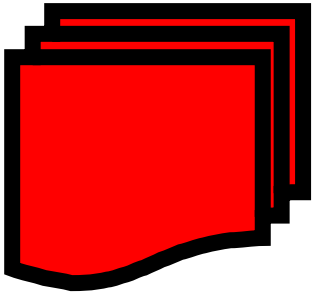

নারায়ণ মূর্তি আবার আমাকে মারার চেষ্টা করে । এবার আমার বিরিয়ানিতে এরিথ্রোমাইসিন মিলিয়ে দিয়ে হার্ট রেট ওলট পালট করে মারার কল করছে । মহর্ষি আমাকে বাঁচান । হোটেলের নাম দোসা হাট । ক্যানবেরার চেন হোটেল । অস্ট্রেলিয়ার নানান শহরে আছে । দক্ষিণী রেস্তোরাঁ । আমরা গংগুরা বিরিয়ানি অর্ডার দিই আর ওরা অন্যকিছু নিয়ে আসে । মহর্ষি ওদের মাইন্ড চেঞ্জ করে দেন আর আমরা সেই খানা বাতিল করে দিই যাতে ঐ মেডিসিন মেলনো ছিলো । দোসা হাট বন্ধ করে দেবে সরকার । কারণ এটা ভারত নয় । এখানে একটি

হোটেল-এ যদি খাবারে বিষ দিয়ে খেতে দেওয়া হয় ও অন্য কেউ খেয়ে নেয় তাই সেই হোটেল বন্ধ করে দেবে সরকার।

আমাকে হোটেলে খাবার দেবার সময় বলছিলো যে মরো আর নরকে যাও ফর কিলিং সো মেনি পিওপেল।

তখন আমি বলি যে আমি কাউকে মারিনি। ক্রিমিন্যালরা মারা যাচ্ছে তাদের কর্মফল পেয়ে ভগবানের দ্বারা।

রাজেশ খান্না তার স্ত্রী ডিম্পল কাপাড়িয়াকে সিনেমা জগতে আসতে বারণ করেন তার চরিত্রের জন্য কিন্তু ঐ

নারী রাজি হননা ও বাড়ি থেকে বার হবার পরে প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে এইসব হয়। সেক্স ম্যানিয়াক ছিলো এই নারী।

কিন্তু কর্মা ইজ আ বিচ।

সানি দেওল ঘন্টেশ্বর ভৈরব নন। অন্য একজন। যিনি আমাকে রক্ষা করেন ও একসময় হয়ত সামনে আসবেন। সানি একসময় ছিলেন এই দেবতা।

বলিউড হল সত্যিকারের মায়ানগরী।

সবই ফেক্ ও অসত্যের মোড়কে ঢাকা।

দিব্যা ভারতীর বাবা ও মা এই নগরীকে অভিশাপ দেন যে একদিন এই বলিউড শ্মশানে পরিণত হবে কারণ এই ইন্ডাস্ট্রি তাঁদের নিরীহ , প্রতিভাময়ী মেয়েকে খেয়ে ফেলে । এখানে গুন্ডারা ইয়ে তরুণ অভিনেতাদের ও অভিনেত্রীদের হুমকি দেয় যে অভিনয় ভুলে অন্যকিছু করো এবং তারা শাহরুখের মত অভিনেতাদের ভাড়া করা । আর এইসব অভিনেতাদের মধ্যে বিনোদ খান্নার মত নামী অভিনেতার পুত্রও আছেন যাঁরা এই ট্র্যাপের বলি কেবল দিব্যার মতন বহিরাগত যাঁরা তাঁরা নন । এইভাবেই রাহুল , অক্ষয় খান্নার ক্যারিয়ার নাশ হয়

। বাকিটা করে কালা জাদু । তাই বিনোদ খান্না যখন রজণীশের আশ্রম থেকে ফিরে আবার অভিনয়ে নামেন তখন এক বিরাট অভিনেতাকে বলেন যে এ কোন বলিউড দেখছি আমি ? যা আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম এটা তো সেই ইন্ডাস্ট্রি নয় !

তখন সেই অভিনেতার স্ত্রী যিনি নিজেও এক বিরাট অভিনেত্রী , উনি বলেন যে যাক্ উনি লক্ষ্য করেছেন তাহলে সাধুর বেশে থেকেও যে সব কেমন বদলে গিয়েছে । আর ওরা বলেন যে বদলই তো একমাত্র জীবনে সত্য ।

আগে অভিনেতারা অন্য অভিনেতাদের বৌরা গর্ভবতী হলে বিরিয়ানি কিনে নিয়ে আসতেন। এখন সেই সন্তানকে জাদুটোনা করে মেরে ফেলতে আগ্রহী যাতে প্রতিপক্ষ কমে যায়। একজন অভিনেতা অন্যজনের বন্ধু হয়না। কম্পিটিটর হয়ে থাকে। মানব সম্পর্ক এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে। এখানে যুদ্ধ হচ্ছে না, একটি আর্ট ফর্ম নিয়ে কাজ হচ্ছে। শৈল্পিক বিকাশের ক্ষেত্র এটা। শয়তানি ও মাফিয়ার আঁখড়া নয়।

এগুলি হল ডেমোনিক পার্সেপশান অফ ডিভাইড অ্যান্ড রুল।

মুম্বাইতে কেউ থাকে যে বিজেপীর এই শয়তানি বন্ধ করাতে বাধা দেয় । ওরা লোয়েস্ট ডায়মেনশান থেকে কু-শক্তি চার্ন করছে যা দুনিয়া ধবংস করতে পারে । এমন জিনিস করছে যে ৬০০ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পন হওয়া সম্ভব ।

তাই এবার হয়ত মুম্বাই গাজার মতন এক শহর হয়ে যাবে পুরো বিনষ্ট হয়ে ।

লাটুরের ভূমিকম্পের চেয়েও ভয়ানক ।

১০ বছরের ভেতরে রামকৃষ্ণ মিশন শেষ হবে । ওখানে টাকা নিয়ে দীক্ষা দেয় অথচ ঠাকুর অর্থ স্পর্শ করতেন না । চাইল্ড পর্ণ

দেখে মহারাজেরা । সমকামী মহারাজের ভিড় রয়েছে । তুকতাক করে মিশনে কে উঁচু গদিতে বসবে এসব নির্ণয় করে ও লোকের ক্ষতি করে । ধর্ম ব্যাতীত আর সবকিছুই হয় ওখানে । আমি যখন খুব ছোটি ১/দেড়বছর আমার তখন আমার এক মারণ অসুখ হয় । আমাকে শিশু মঙ্গল হাসপাতালে নিয়ে যায় আমার বাসার লোকেরা কিন্তু ওরা আমাকে ভর্ত্তি না করে ভাগিয়ে দেয় । তারপর থেকে আমার নাস্তিক পিতা খুব খাপ্পা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের ওপরে । আর আমার বাসার পাশে এক সাধু ছিলেন উনিও মিশনের লোক । সেই সাধুর কাছে

মহারাজেরা আসতো কিন্তু সবাই ফ্ল্যামবয়েন্ট লাইফ স্টাইল নিয়ে । গাড়ি চেপে । এক পাও হাঁটতো না ওরা । আর আমি অনেক অনেক মিশনের লোকের কাছে শুনেছি যে এদের কান্ড কারখানার সাথে ঠাকুর বা স্বামিজীর আদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই । সম্প্রতি এক মহারাজের খুব রাগ দেখলাম এক রাজনীতিবিদের ওপরে কিনা উনি বলেছেন যে সারদা মা কবে জন্ম নেবেন ও কি করবেন সেই সম্পর্কে যা নাকি কোথাও লিপিবদ্ধ নেই মঠের কোনো পুঁথিতে । আমার মনে হয় সারদা মা নিজেকে সেভ করে নেবেন কিন্তু এই

মহারাজের উচিৎ নিজের আধ্যাত্মিক জীবনকে ও নিজেকে সেভ করা ঝুট ঝামেলা না করে। সাধনার চেয়ে এর মনে হয় সেলেব্স হওয়া ও তর্ক করাতেই বেশি আগ্রহ। সত্যিকারের ঠাকুরের ভক্তগণ এত কথা বলবেন না। তারা বিপাসনা মেডিটেশানের মত চুপ করে মনকে মেরে ফেলায় ব্রতী হবেন বাকিটা সারদা মা নিজে বুঝে নেবেন। সাধকের উচিৎ সংসারকে যতটা সম্ভব ত্যাগ করা। তাতে জড়িয়ে পড়া নয়।

গুরু; শিষ্যকে খুঁজে নেন। অন্যভাবে হয়না। তাই মঠে মঠে দৌড়ে বেড়াবার

দরকার নেই । সময় রাইপ হলে গুরুই আসবেন তোমার দুয়ার । সদ্‌গুরু আড়ালে কাজ করে যান, ইন্‌ফ্যাক্ট উনি যে কর্মরত সেটা বোঝাও যায়না । যাঁর কাছে গেলে প্রকৃত শান্তি পাবে তিনিই তোমার আসল গুরু । আর কোনো রিয়েল গুরু , তাঁর শিষ্যের থেকে অর্থ দাবী করতেই পারেন না । যদি করেন তাহলে তাঁর এমন মহাপাপ হয় যে তাঁকে নরকে পতিত হতে হয় এরজন্য ।

এই দুনিয়াতে যতগুলি কাজকে মহাপাপ বলা হয় তার ভেতরে এটি একটি । টাকা নিয়ে দীক্ষিত করা ।

এটা কোনো ব্যবসা নয় । এটা আত্মিক উন্নয়নের একটি পন্থা ও মার্গ ।

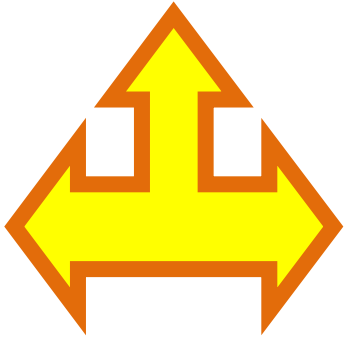

ফেসবুক কোম্পানিকে না সরালে আমেরিকাতে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হবে । ওদের মালকিন ভয়ানক ডিমন জাগাচ্ছে যাতে লোকের স্বাস্থ্যের ও মন মানসিকতার ক্ষতি হয়ে চলেছে । মার্ককে মারার পরে সে আরো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছে । ভোটের লোলুপতায় বসে থাকলে অনেক দেরী হওয়া সম্ভব কারণ লোকে মনে করে যে ফেসবুক থেকে জনপ্রিয়তা বাড়ে ।

জাল জাগ্নি , প্রভীন মহাজনকে ব্লুটালি মেরে ফেলেছে বিজেপীর নষ্ট অংশ ।

আয়াতোল্লা খোমেইনিকে মেরে ফেলে দিয়েছে এই সপ্তাহান্তে কেউ ব্রুটালি । ইরান বলছে না । তবে বার হবে । বিদেশের কোনো দেশ বার করবে । তেল আটকে দেবে সেই ভয়ে বার করছে না । ওখানে সেনা অভ্যুত্থান হবে ও শাহ্ আবার রাজত্ব ফিরে পাবেন । সোলেইমানি , ওদের ক্রাউন প্রিন্স রেজা পাহলভি সিংহাসনে বসবেন ও লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবেন ও ইরান বিশ্বের ১ম ১০টি ধনী দেশের মধ্যে একটি হবে ও জার্মানির মতন হয়ে যাবে যেমন ইস্ট ও ওয়েস্ট জার্মানি মিলে যায় সেরকম

ইরান, ইরাক ও সিরিয়া মিশে যাবে ও বড় একটি দেশ হয়ে যাবে।

ভারতও ১ম সারির দেশ হবে ও ১০টি ধনী দেশের মধ্যে চলে আসবে।

সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় আবার জন্ম নেবেন বড় পরিচালক ও সঙ্গীতকার রূপে ও বেশি ক্লাসিক সিনেমা করবেন ধর্ম বিষয়ে ও সোপ্রানো ইত্যাদি বেশি গাইবেন। এইসব বিষয় নিয়ে চর্চা করবেন ও মায়েস্ট্রো হবেন দুজনেই। কবীরের দোঁহা ইত্যাদির মতন জিনিস কম্পোজ করবেন ও ম্যাট্রিক্সের মতন ছবি তৈরি করে দেখাবেন।

আজকাল কারো গুনগান গাইলে বিপক্ষের লোক কালাজাদু করে ক্ষতি করে দেয় । তাই ভক্ত হওয়াও মুস্কিল । ফ্যান পেজ খোলাও মুস্কিল । তবে উপায় ?

ভগবৎ অর্চনা করো ও রক্ষাকবচ নাও ।

সবাই না করলেও অনেকেই করে থাকে এমন হিংসাত্মক কাজ ।

ইনফোসিস ফাউন্ডেশানের নামে টাকা নিয়ে লোককে ঠকায় নারায়ণ ও সুধা মূর্তি । জোর করে কর্মীদের মাইনে থেকে টাকা কেটে নেয় ও তাই নিয়ে ফূর্তি করে

মোচ্ছব করে এই সাতানের চামচা দুই রাস্কেল।

আমাদের ভাবে ইনোসেন্ট ও নির্মল। ওদের শয়তানি ধরতে অক্ষম আমরা। কিন্তু আমরা যোগীরা হলাম মাকড়সার মতন যারা জাল নিজেরাই বানাই আবার নিজেরাই প্রয়োজনে গুটিয়ে নিই আর সেই জালে বসে বসে ভাবে এই অহং বেসড্ সোলরা যে সৎ যোগীরা কী বোকা ! আমাদের মতন শয়তানি করেনা, ধরতেও পারেনা আর তাই যখন মরণ কামড় খায় তখন ফেঁসে যায় নারায়ণ ও সুধা মূর্তি জালের গুঁতোতে। কারণ নাম

নারায়ণ মুর্তি হলেও আদতে স্বয়ং হিরণ্যকশিপুও একে নিজের সাথে তুলনা করতে লজ্জিত হবে ও জাতে ওঠাতে নারাজ হবে ব্রহ্মাণ্ডের জনক রূপে এহাল এমন শয়তান।

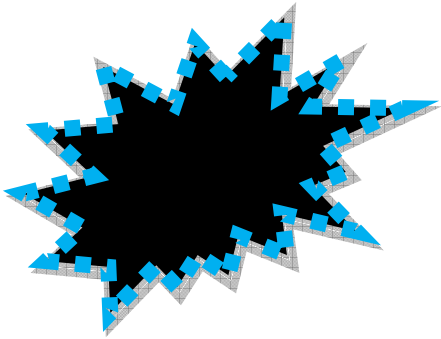

সমাপ্ত